কম বিল বেশি আলো
এনার্জী সেভিং বাল্বই ভাল

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

পারনান্দুয়ালী, মাগুরা

গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

(সিটিজেন চার্টার)

টেলিফোন নম্বরসমূহঃ

১। জেনারেল ম্যানেজারঃ ০৪৮৮-৬২৭৪৪
২। অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০৪৮৮-৬৩৬৫৪
৩। ই-মেইল নম্বর-**magurapbs_gm@yahoo.com**
৪। ওয়েব সাইট-**www.magurapbs.org.bd**

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

- ❖ সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
- ❖ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং বিলম্ব মাশুল পরিশোধের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন।
- ❖ বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব(CFL) ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
- ❖ টিউব লাইটে Electronic Ballast ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন।
- ❖ বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
- ❖ বৎসরান্তে পবিস হতে আবাসিক গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। আপনি না পেয়ে থাকলে আজই সংগ্রহ করুন।
- ❖ মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। এর সঠিক সুষ্ঠু অবস্থা ও সীল সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- ❖ লোড শেডিং সংক্রান্ত তথ্য মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।
- ❖ বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যকে নিবৃত করুন। বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধে আপনার জ্ঞাত তথ্য অভিযোগ কেন্দ্রে অবহিত করে সহযোগিতা করা আপনার দায়িত্ব।
- ❖ ইদানিং একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফর্মার/ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকার উপরিউক্ত চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি রোধে আপনার এলাকায় চুরি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে পাহারার ব্যবস্থা করুন।

শ্রেণি ভিত্তিক বিদ্যমান বিদ্যুতের মূল্যহারঃ
(ডিসেম্বর/১৭ ইং তারিখ হতে প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণি				অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২				৩
(১)	শ্রেণি-এ ঃ আবাসিক শ্রেণীঃ আবাসিক				
	(ক)	লাইফ লাইন	ঃ	০০-৫০ ইউনিট	৩.৮৫
	(খ)	প্রথম ধাপ	ঃ	০-৭৫ ইউনিট	৪.০০
	(গ)	দ্বিতীয় ধাপ	ঃ	৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৪৫
	(ঘ)	তৃতীয় ধাপ	ঃ	২০১-৩০০ ইউনিট	৫.৭০
	(ঙ)	চতুর্থ ধাপ	ঃ	৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.০২
	(চ)	পঞ্চম ধাপ	ঃ	৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৩০
	(ছ)	ষষ্ঠ	ঃ	৬০০ ইউনিটের অধিক	১০.৭০
(২)	শ্রেণীঃ বানিজ্যিকঃ				১০.৩০
(৩)	দাতব্য প্রতিষ্ঠান				৫.৭৩
(৪)	সেচ				৪.০০
(৫)	শ্রেণী শিল্প ক)ক্ষুদ্র খ)বৃহৎ				৮.২০ ৮.১৫
(৬)	শ্রেণি- জে ঃ রাস্তার বাতি				৭.৭০

*** পিক সময়ঃ** বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত
*** অফ-পিক সময়ঃ** রাত ১১টা থেকে পরদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত
উপরিউক্ত বিদ্যুতের মূল্যহারের সাথে ডিমান্ড চার্জ ও অন্যান্য শর্তাবলীসহ মূল্য সংযোজন কর যথারীতি প্রযোজ্য হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার সরকার অনুমোদিত এবং পরিবর্তন যোগ্য।

অভিযোগ কেন্দ্রঃ

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির "অভিযোগ কেন্দ্র"সমূহে বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ লোড শেডিং সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়া মিটার সংক্রান্ত, বিল পরিশোধের ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যও পাওয়া যাবে। আপনার এলাকার বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় অবস্থিত অভিযোগ কেন্দ্রে জানান। সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিযোগ কেন্দ্রের মোবাইল নম্বর নিম্নে দেওয়া হল ঃ

জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিস/ অভিযোগ কেন্দ্রের নাম	মোবাইল নং
আড়পাড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০২৭৪৪
মহম্মদপুর সাব-জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০২০১৪
সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৪
আড়পাড়া জোনাল অফিস(অভিযো গ কেন্দ্র)	০১৭৬৯-৪০১৪০৫
মহম্মদপুর সাব-জোনাল অফিস(অভিযোগ কেন্দ্র)	০১৭৬৯-৪০১৪০৬
শ্রীপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৭
লাঙ্গলবাঁধ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৮
রাজাপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৯
বিনোদপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১০
বুনাগাতী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১১
সিংড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১২
আলাইপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২১০০
বাবুখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৬৫৫

নতুন সংযোগ গ্রহণঃ

* সদর দপ্তর , আড়পাড়া জোনাল অফিস, মহম্মদপুর সাব-জোনাল অফিসের আওতায় নতুন সংযোগের জন্য অন-লাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
* অন-লাইন আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে তার হার্ডকপিসহ নির্ধারিত আবেদন ফি সমিতির সদর দপ্তর/আড়পাড়া জোনাল অফিস /মহম্মদপুর সাব-জোনাল অফিসে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ জমা করলে আপনাকে একটি নিবন্ধন নম্বর সহ পরবর্তী আগমনের তারিখ জানানো হবে।
* পরবর্তী আগমনের তারিখে যোগাযোগ করলে আপনাকে ডিমান্ড নোট ও প্রাক্কলন ইস্যু করা হবে। সদর দপ্তর/আড়পাড়া জোনাল অফিস /মহম্মদপুর অফিসে ডিমান্ড নোটের উল্লিখিত টাকা জমা পূর্বক জমার রশিদ প্রদর্শন করলে সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক ৭(সাত) দিনের মধ্যে আবাসিক এবং ২৮(আঠাশ) দিনের মধ্যে শিল্প সংযোগ প্রদান করা হবে। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে আপনাকে একটি পত্র দেয়া হবে। পরবর্তী মাসে বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল প্রেরণ করা হবে।
* অভিযোগ কেন্দ্র থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণের নিয়মাবলী ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রয়োজন বোধে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করা যাবে।
* সেচ ব্যতিত অন্যান্য সকল সংযোগের ক্ষেত্রে ২কিঃওঃ এর অধিক লোডের জন্য সোলার সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগঃ

বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ যেমনঃ- চলতি মাসের বিল পাওয়া যায়নি, বকেয়া বিল, অতিরিক্ত বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিল পরিশোধের তারিখের পূর্বে সদর দপ্তর/আড়পাড়া জোনাল/মহম্মদপুর সাব-জোনাল যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক সমাধান/নিস্পত্তি করা হবে। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিল পরিশোধঃ–

সংশ্লিষ্ট জোনের বিল সংশ্লিষ্ট জোনের ব্যাংক, সদর দপ্তর, আড়পাড়া জোনাল অফিস, মোহাম্মদপুর সাব-জোনাল অফিস, টেলিটকে এসএমএস এর মাধ্যমে, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগঃ

* মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নির্দিষ্ট "অভিযোগ কেন্দ্রে" আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ জানানো হলে আপনাকে অভিযোগ নম্বর ও নিস্পত্তির সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেয়া হবে।
* অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভুত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভুত করা সম্ভব না হয় তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

রশিদ ব্যতিত কোন প্রকার অর্থ প্রদান করবেন না কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বরে অভিযোগ করা যাবে। মহাব্যবস্থাপক ঃ-০১৭৬৯-৪০০০৪৬।

নতুন সংযোগের জন্য দলিলাদিঃ

০১। আবাসিক/বানিজ্যিক (এল.টি) সংযোগের ক্ষেত্রেঃ

অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে		অন লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে	
ক)	আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ০১কপি ছবিসহ আবেদনপত্র (মোবাইল নম্বরসহ)।	ক)	আবেদনকারীর ০১কপি (স্ক্যান) ছবি (মোবাইল নম্বরসহ)।
খ)	জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোর্নি এর সত্যায়িত কপি।	খ)	জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোর্নি এর স্ক্যান কপি।
গ)	পূর্বে কোন স্থায়ী অথবা অস্থায়ী সংযোগ থাকলে সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের ফটোকপি।	গ)	জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে।
মোট ০৩টি		মোট ০৩টি	

০২। আবাসিক/বানিজ্যিক (এইচ.টি) সংযোগের ক্ষেত্রেঃ

অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে		অন লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে
ক)	আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ০১কপি ছবিসহ আবেদনপত্র (মোবাইল নম্বরসহ)।	অনলাইনে এখনও চালু হয় নাই।
খ)	জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোর্নি এর সত্যায়িত কপি।	
গ)	পূর্বে কোন স্থায়ী অথবা অস্থায়ী সংযোগ থাকলে সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের ফটোকপি।	
মোট ০৩টি		

০৩। সকল প্রকার শিল্প (এল.টি) সংযোগের ক্ষেত্রেঃ

অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে		অন লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে
ক)	আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ০১কপি ছবিসহ আবেদনপত্র (মোবাইল নম্বরসহ)।	অনলাইনে এখনও চালু হয় নাই।
খ)	জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোর্নি এর সত্যায়িত কপি।	
গ)	পূর্বে কোন স্থায়ী অথবা অস্থায়ী সংযোগ থাকলে সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের ফটোকপি।	
ঘ)	ট্রেড লাইসেন্স অথবা শিল্প নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি।	
ঙ)	লে-আউট প্ল্যানের কপি।	
মোট ০৫টি		

০৪। সকল প্রকার শিল্প (এইচ.টি) সংযোগের ক্ষেত্রেঃ

অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে		অন লাইনের যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে
ক)	আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ০১কপি ছবিসহ আবেদনপত্র (মোবাইল নম্বরসহ)।	অনলাইনে এখনও চালু হয় নাই।
খ)	জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোর্নি এর সত্যায়িত কপি।	
গ)	পূর্বে কোন স্থায়ী অথবা অস্থায়ী সংযোগ থাকলে সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের ফটোকপি।	
ঘ)	ট্রেড লাইসেন্স অথবা শিল্প নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি।	
ঙ)	প্রস্তাবিত উপকেন্দ্রের লে-আউট ও সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম।	
মোট ০৫টি		

*** পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্লান্ট স্থাপন (শিল্পের ক্ষেত্রে); সার্ভিস লাইন এর দৈর্ঘ্য ১০০ ফুটের বেশী হবে না।**
*** বহুতল আবাসিক/বানিজ্যিক ভবন নির্মান ও মালিকের সাথে ফ্ল্যাট মালিকের চুক্তিনামার সত্যায়িত।**

৫০কিঃ ওঃ এর উর্ধ্বে সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরও যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

* মিটারিং কক্ষ প্রদানের অঙ্গীকারনামা।
* উপকেন্দ্রে স্থাপিত সব যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন ও টেস্ট রেজাল্ট এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর থেকে প্রদত্ত উপকেন্দ্র সংক্রান্ত ছাড়পত্র।

শিল্প কারখানা ও ৬ তলার অধিক ভবনের সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরও যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

* পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
* ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ছাড়পত্রের কপি।

নতুন সংযোগের জন্য সমীক্ষা ফিঃ

(১) নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য) ১ ফেজ ১০০.০০টাকা ৩ ফেজ ৩০০.০০ টাকা
(২) যে কোন ধরণের অস্থায়ী সংযোগের জন্য ১ ফেজ ২৫০.০০ টাকা ৩ ফেজ ৫০০.০০ টাকা
(৩) পোল স্থানান্তর ১৫০০.০০, লাইন রুট পরিবর্তন/সমিতি কর্তৃক স্থাপিত সার্ভিস ড্রপ স্থানান্তর ৫০০.০০ টাকা(একই ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে) এবং ১৫০০/=টাকা (ভিন্ন ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে)।

নতুন সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণঃ

* আবাসিক/সেচ ২ কিঃ ওঃ লোড পর্যন্ত ৪০০/- টাকা/প্রতি কিঃ ওঃ
* আবাসিক/সেচ ২ কিঃ ওঃ লোড এর বেশী ৬০০/- টাকা/প্রতি কিঃ ওঃ
* বাণিজ্যিক/দাতব্য প্রতিষ্ঠান/ ক্ষুদ্র শিল্প/রাস্তার বাতি/পানির পাম্প ও অস্থায়ী সংযোগ ৮০০/- টাকা/ প্রতি কিঃ ওঃ
* সকল এমটি/এইচটি/ইএইচটি সংযোগ ১০০০/- টাকা প্রতি কিঃ ওঃ

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরী সেবাঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণী	ফেজ	ফি/চার্জ
১	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/পূণঃ সংযোগ ফি(DC/RC)	এলটি	এক ফেজ	১২০০.০০টাকা
			তিন ফেজ	৩০০০.০০টাকা
২	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা ফি	এলটি	এক ফেজ	২০০.০০টাকা
			তিন ফেজ	৪০০.০০টাকা

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগঃ

মেলা, আনন্দ মেলা, ধর্মসভা/ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নির্মাণাধীন সাইট যেমন- রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদিতে অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাবে কিন্তু নির্মাণাধীন বাড়ি, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কমপ্লেক্সে অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাবে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী সংযোগ হিসাবে বিবেচিত হবে যাহা কখনই স্থায়ী সংযোগ হিসাবে রূপান্তরিত করা যাবে না। এই জাতীয় সংযোগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।
(ক) এই সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল বইয়ে লিপিবদ্ধ মূল্যের উপর ১১০% মূল্য প্রদান করতে হবে।
(খ) সংযোগ ও বিচ্ছিন্নকরণ ফিসহ বর্ণিত সংযোগ সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য লেবার খরচ প্রদান করতে হবে।
(গ) সংযোগের জন্য চুক্তিপত্রে উল্লেখকৃত সময়ের ব্যবহৃত ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল অপরাপর চার্জ তফসিল জিপি অনুযায়ী হবে।
(ঘ)নূন্যতম ০৭ দিন থেকে ০৩ মাসের জন্য অস্থায়ী সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে। তবে গ্রাহকের বিশেষ অনুরোধে ০১ বছর পর্যন্ত সংযোগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।
(ঙ) প্রতি কিঃ ওঃ ৮০০/- টাকা হারে জামানত প্রদান করতে হবে।

(চ) ১। যদি পৃথক ট্রান্সফর্মার স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে গ্রাহককে ট্রান্সফর্মার স্থাপন অপসারণ খরচ ১ ফেজের ক্ষেত্রে ২০০০.০০ টাকা এবং তিন ফেজের ক্ষেত্রে ৪০০০.০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

২। ট্রান্সফর্মার ভাড়া ১৫দিন পর্যন্ত ৩০০.০০ টাকা প্রতিদিন এবং ০১মাস পর্যন্ত দ্বিগুন হারে প্রতিদিন পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) চুক্তি সমাপ্তির পর যখন অস্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়ে থাকে এবং গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত মালামাল ভাল অবস্থায় স্টোরে ফেরত প্রদান করা হয়ে থাকে তখন ব্যবহৃত মালামালের ১০০% (শতকরা একশত টাকা) তাহার হিসাবের বিপরীতে সমন্বয় হবে।

(জ) গ্রাহকের কারণে কোন মালামাল/যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হলে তবে ১০০% মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা হবে।

(ঝ) প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক অতিরিক্ত প্রদান বা গ্রাহকের কাছে পাওনা থাকলে তাহা চূড়ান্তভাবে সমন্বয় করা হবে।

লোড বৃদ্ধিঃ

* লোড বৃদ্ধি ফি প্রদান করতে হবে।
* পবিস-এর সাথে নতুন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
* লোড বৃদ্ধির জন্য লোড অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে।
* অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/মিটার/ট্রান্সফরমার বদলানোর প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।
* প্রাক্কলন ও জামানতের অর্থ জমা দানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে লোড বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। যদি লোড বৃদ্ধি করা সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হবে।

গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতিঃ

গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/ওয়ারিশ সূত্রে/লিজ সূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপিসহ নির্ধারিত ফি অফিসে জমা করে আবেদন করতে হবে। সরেজমিন তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে। গ্রাহক জামানত বাবদ উক্ত বিল অফিসে পরিশোধ করে তার রশিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে নাম পরিবর্তন কার্যকর করা হবে।

অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার, মিটারে হস্তক্ষেপ, বাইপাস, বিনা অনুমতিতে সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থাঃ

বিদ্যুৎ আইনের {(Electricity Act, 1910 & As Amended The Electricity (Amendment) Act, 2006)} ৩৯ ধারা অনুসারে এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১বছর জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তাছাড়া অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্যের ৩ গুণ হারে (পেনাল হারে) বিল প্রদান করা হবে। এছাড়াও উক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের দ্বারা যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মিটারিং সচল করা গেলে মেরামত খরচ অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পুণরায় সচল করা যাবে না এরূপ সরঞ্জামের জন্য পুণঃস্থাপনের ব্যয়সহ প্রকৃত মূল্য আদায় করা হবে।